যায়যায়দিন

তারিখ ... 11 2012
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

জাবিতে মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেটে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন

শিক্ষকদের তোপের মুখে উপাচার্য

জাবি প্রতিনিধি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ২০ জুলাই উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ১১ (১) ধারা অনুসারে সিনেট প্রতিনিধিদের দ্বারা উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের বিধান থাকলেও বর্তমানে সিনেট সদস্যদের বেশিরভাগই মেয়াদোত্তীর্ণ। তাই মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট, সিন্ডিকেট ও ডিন নির্বাচন না দিয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করায় সোমবার শিক্ষকদের তোপের মুখে পড়েন উপাচার্য ড. আনোয়ার হোসেন।

জানা গেছে, ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ১৯এর (১) ধারা অনুসারে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৯৩ জন সিনেটর নির্বাচিত ও মনোনীত হন। সিনেটরদের ভোটে নির্বাচিত তিন জনের উপাচার্য প্যানেল থেকে রাষ্ট্রপতি উপাচার্য নিয়োগ দিতে পারেন। কিন্তু চারটি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত সিনেট সদস্যদের মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত ৫ জন সিনেট সদস্য, মনোনীত ৫ জন সিনেট সদস্য, একাডেমিক কাউন্সিল মনোনীত ৫ জন সিনেট সদস্য এবং ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটের মেয়াদও অনেক আগেই শেষ হয়েছে। এর মধ্যে ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটের সর্বশেষ নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে ১৯৯৮ সালে যাদের মেয়াদ শেষ হয় ২০০১ সালে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ কর্তৃক মনোনীত ৫ জন ছাত্র প্রতিনিধি সিনেটে থাকার কথা থাকলেও গত ২০ বছর ধরে তা অনুপস্থিত।

সূত্র জানায়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ড. আনোয়ার হোসেন দায়িত্ব গ্রহণের পর ১৯৭৩ সালের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করার

নির্বাচন : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ঘোষণা দেন। কিন্তু মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট নির্বাচন না দিয়ে সরাসরি উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের ঘোষণা দেয়ায় গতকাল তিনি শিক্ষকদের তোপের মুখে পড়েন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের নেতৃত্বে আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের একাংশ, বাম ও বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা সকাল ৯ টা থেকে ১১টা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নেন। শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ শিক্ষকরা উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে ২০ তারিখের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন নিয়ে তাদের আপত্তির কথা লিখিতভাবে তুলে ধরেন। এই সময় শিক্ষকদের সঙ্গে উপাচার্যের বাক বিতণ্ডা হয় বলে জানা গেছে। হৈ চৈ ও হট্টগোল বেঁধে গেলে উপাচার্যকে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য একদিনের সময় দিয়ে শিক্ষকরা বেরিয়ে আসেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের সভাপতি অধ্যাপক হানিফ আলী বলেন, 'আপনার চারপাশে যারা আছেন তাদের সঙ্গে রেখে কোনো নির্বাচন সম্ভব নয়।' এ সময় উপাচার্য বলেন, তিনি কোনো কথা বলবেন না। শিক্ষকরা সমস্বরে 'ভিসি প্যানেল মনোনয়ন বাতিল' বলে হৈ চৈ শুরু করেন।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও প্রভাবশালী আওয়ামীপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক এএ মামুন বলেন, শিক্ষক সমিতির সর্বশেষ সাধারণ সভায় মেয়াদোত্তীর্ণ ডিন, সিনেট, সিন্ডিকেট নির্বাচন সম্পন্ন করে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের দাবি জানানো হয়। কিন্তু হঠাৎ করে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন ঘোষণা করায় শিক্ষক সমিতির আপত্তির কথা উপাচার্যের কাছে তুলে ধরেছেন। বিগত উপাচার্যের প্রশাসনিক কাঠামো সংস্কার করে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন দিলে তাতে শিক্ষক সমিতির সমর্থন থাকবে বলে তিনি জানান।

এদিকে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শরীফ এনামুল কবিরের অনুসারী গ্রুপটি দুপুর ১টার দিকে উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করে ২০ জুলাইয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন ঘোষণা করায় উপাচার্যকে অভিনন্দন জানান। তারা বর্তমান মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেটেই নির্বাচন দিতে উপাচার্যকে অনুরোধ করেন। মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেট দিয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন কেন চান এমন প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে নৃবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বলেন, উপাচার্য নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছেন। তিনিই বিষয়টি বিবেচনা করবেন। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে যেটি ভালো হয় তাই উপাচার্য করবেন বলে তাদের আশ্বস্ত করেছেন বলে তিনি জানান।

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, এক পক্ষ আপত্তি জানালেও অপর পক্ষ তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সবার সঙ্গে কথা বলে সুচিন্তিত সিদ্ধান্তই নেয়া হবে। এদিকে বিধিসম্মতভাবে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা না করায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন জাবি সংসদের সভাপতি সৌমিত্র চন্দ্র জয়দীপ ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম জিন্নাহ। জাকসু নির্বাচন দিয়ে সিনেটে ছাত্রদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করারও দাবি জানান তারা।